সংবাদ

তারিখ ... 30 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ .....

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা

কোমলমতি শিশুদের মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা দেবে

সর্বমহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুরা মৌলবাদী ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠবে। এটি আইয়ুব সরকারের ধরন বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবর্তনের চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে হঠাৎ বড় ধরনের এই পরিবর্তন সর্বমহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।'

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন'র ব্যানারে 'সংকটের আবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। শিক্ষাবিদরা বলেন, 'এবার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে এমন কিছু পরিবর্তন

কোমলমতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

কোমলমতি : শিশুদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে, যাতে আমাদের কোমলমতি শিশুরা মৌলবাদী ধ্যান-ধারণায় গড়ে ওঠে। এটি বিগত আইয়ুব সরকারের সময়ে বাংলা বই-পুস্তকে শ্মশানের স্থলে গোরস্তান এবং জলের স্থলে পানি প্রতিস্থাপনের মতো।' শিক্ষাবিদরা নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা সমাধানে একমুখী শিক্ষাসহ চারটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকে কি থাকবে, আর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে সংবিধাণ অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। বর্তমানে পাঠ্যবই হেফাজতীকরণ হয়ে গেছে। তাই মুসলিম লেখকেদের ১৭টি এবং হিন্দু লেখকের ২টি লেখা বাদ দেয়া হয়েছে। এর পেছনে যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।' সাম্প্রদায়িকতায় ভরা পাঠ্যপুস্তক কোনভাবেই শিশুদের হাতে দেয়া যাবে না- মন্তব্য করে অজয় রায় বলেন, 'সরকারের মধ্যে হেফাজতীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।' অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, '৭১ সালের স্বাধীনতা শেষ হলেও এখনও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন হয়নি। আইয়ুব খানের আমলে যা ঘটেছিল এখন তাই ঘটছে।' তিনি বলেন, 'সরকার সকল ক্ষমতার উদ্ধে। তারা চাইলেই সব ভুল পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু তারা তা না করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে এড়িয়ে যেতে যাচ্ছে।' গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'এবার পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে রাতের অন্ধকারে এক সুনামি হয়ে গেছে। ভুলে ভরা বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে ধরা হয়েছে। এ নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়েছে। কেউ এর দায়ভার নিচ্ছে না। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিতরা এ কারণে উল্লাস করে চলেছেন।' সরকার তাদের ১৭ দফা ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বর্তমানে সংবিধান লঙ্ঘন করে ইচ্ছেমতো চালানো হচ্ছে। এটি সরকারের ভোটের ব্যাংক ভারি করার একটি কৌশল।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকের ভুলগুলো দৃঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি অতিমাত্রায় পাবলিক পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে।' ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের অর্জন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ম্লান করে দিয়েছে। '৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের পেতাত্মারা আবার গজে উঠেছে।